গরুর বিভিন্ন রোগবালাই ও চিকিৎসাঃ

তড়কা রোগ :(তীরাজ্বর /ধড়কা/গলি/উবামড়কি)

কারণ :
গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে হয়। বর্ষাকালের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে এ রোগ বেশি হয়। গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়ার এ রোগ হয়।

লক্ষণ :
-দেহের লোম খাড়া হয়।
-দেহের তাপমাত্রা ১০৬ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। ১০৭-
-দেহে কাঁপুনি ওঠে, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও গভী-র হয়।
-নাক, মুখ ও মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে।
-পাতলা ও কালো পায়খানা হয়।
-ঘাড়ের পিছনে চামড়ার নিচে তরল পদার্থ জমে ফুলে ওঠে
-ক্ষুধামন্দা, পেট ফাঁপা ও পেটের ব্যথা হয়।
-লক্ষণ প্রকাশের ১দিনের মধ্যে পশু ঢলে পড়ে এবং মারা যায়। ৩-
-মৃত্যুর সাথে সাথে পেটফুলে এবং রক্ত জমাট বাঁধে না।

প্রতিরোধ :
-প্রথম ৬ মাস বয়সে পশুকে টিকা দিতে হবে। পরে প্রতি বছর বয়সে একবার করে টিকা দিতে হবে
-সুস্থ পশুকে পৃথক রাখতে হবে।
-পশুর মল, রক্ত ও মৃতদেহ মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে
-পরিষ্কারপালন করতে হ-পরিচ্ছন্ন জীবাণুমুক্ত শুকনা স্থানে লালন-বে।

চিকিৎসা :
-পেনিসিলিনএম্পিসিন ভেট ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে। এ/জেনাসিন ভেট/বাইপেন ভেট/ ছাড়াও স্ট্রেপটোমাইসিনএন্টিহিস্টাভেট ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।/

বাদলা রোগ লোকা, জহরত, সুজওরা, কৃষজঙ্গ রোগ:

কারণ :

গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়ার ৬ মাস থেকে দুবছর বয়সে এ ' রোগ বেশি হয়। দেহের ক্ষত ও মলের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ :

-পশুর দেহের মাংসপেশি ফুলে যায় এবং গায়ের চামড়া খসখসে হয়।
-ফোলা স্থানে গরম অনুভূত হয় এবং হাত দিলে চটচট শব্দ হয়।
-ফোলা স্থানে পচন ধরে এবং পশু মারাও যেতে পারে
-দেহের তাপমাত্রা ১০৫ডিগ্রি ফারেনহাইট বাড়ে। ১০৭-
-কখনো পশুর পেট ফাঁপে এবং পশু খোঁড়াতে থাকে।
-খাওয়া ও জাবর কাটা বাধ হয় এবং হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়।
-দেহের পশম খাড়া হয়। পশু নিস্তেজ হয়ে পড়ে।
-আক্রান্ত স্থানে কাটলে গাঢ় লাল দুর্গাধযুক্ত ফেনা বের হয়।

প্রতিরোধ :

তড়কা রোগের পদ্ধতিতে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

চিকিৎসা :

-পশুর শিরা বা ত্বকের নিচে প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১ হাজার ইউনিট পেনিসিলিন ইনজেকশন দিতে হবে।
অথবা ৩/টেট্রাসাইক্লিন ইনজেকশন দিতে হবে। অথবা বাইপেনভেট মিলিগ্রাম ৫-এমপিসিনভেট / এন্টিহিস্টাভেট ইনজেকশন
দেয়া যেতেপারে।

ওলান ফোলাপ্রদাহ রোগ ওলান পাকা, ঠুনকো ইত্যাদি:

কারণ :

ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়ে এ রোগ হয়। অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতসেঁতে বাসস্থান এবং ময়লা হাতে দুধ দোহানো, ওলানে আঘাত প্রভৃতি কারণে রোগজীবাণু সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ :

-ওলান লাল হয়ে ফুলে যায়।
-ওলান শক্ত ও গরম হয় এবং ওলানে ব্যথা হয়।
-দুধ ছানার মতো ছাকা ছাকা হয়।
-দুধের সাথে রক্ত বের হতে পারে।
-ওলান ও বাঁট নষ্ট হয়ে গাভীর দুধ বাধ হয়ে যায়।
-দুধ উৎপাদন বাধ হয়।

প্রতিরোধ :

-পশু শুকনো ও পরিষ্কারপালন করতে হবে।-পরিচ্ছন্ন স্থানে লালন-
-ওলান সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে।
-হাত জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দুধ দোহন করতে হবে।
-ওলান গরম হলে ঠাণ্ডা বা ঠাণ্ডা হলে গরম সেক দিতে হবে।

চিকিৎসা :
-আক্রান্ত পশুকে জেনাসিনভেটএন্টিহিস্টাভেট ইনজেকশন /ক্লোফেনাক ভেট /এমপিসিন ভেট / দিতে হবে।
-সরিষার তেল ও কর্পূর তেল মিশিয়ে ওলানে মালিশ করা যেতে পারে।

ডায়রিয়া:উদরাময় রোগ/পাতলা পায়খানা/
কারণ :
ব্যাকটেরিয়া ও প্রোটোজোয়া জাতীয় জীবাণু দ্বারা হয়। বর্ষার সময় দূষিত খড়, পচা লতাপাতা, পচা পানি, পচা খাদ্য খেয়ে এ রোগ হয়।
লক্ষণ :
-ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়।
-মুখ দিয়ে লালা ঝরে।
-মলের সাথে রক্ত বের হয়।
-পেটের ডান দিকে চাপ দিলে পশু ব্যথা পায়।
প্রতিরোধ :
-পরিষ্কার টাটকা খাদ্য খাওয়াতে হবে।
-বাচ্চা জন্মের পরই ২আয়োডিন দিয়ে নাভি মুছে দিতে হবে। %
-জন্মের পর ২ ঘন্টার মধ্যে কলস্ট্রাম সিরাপ খাওয়াতে হবে।
-জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে।
চিকিৎসা :
-স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
-সালফা প্লাস ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।
-কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে।

নিউমোনিয়া:
কারণ :
বিভিন্ন জীবাণুর ব্যাকটেরিয়া), রিকেটশিয়া, ভাইরাসসাথে এলার্জেন (, আঘাত, ক্লান্তি, ঠাণ্ডা লাগা, বৃষ্টিতে ভেজা, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, আর্দ্র আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে এ রোগ হয়।
লক্ষণ :

-আক্রান্ত পশুতে প্রথমে অল্প জ্বর ও কাশি এবং পরে ঘনঘন কাশি দেয়।
-নাক ও মুখ দিয়ে সাদা সর্দি বের হয়।
-দ্রুত ও গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস-, কাশি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
-শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় শব্দ হয়।-

প্রতিরোধ :
-বৃষ্টি, ঠাণ্ডা, আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে পশু রাখা যাবে না। শুকনো ও গরম স্থানে রাখতে হবে।

চিকিৎসা :
পশুকে জেনাসিনভেটকোট্রিমভেট ইনজেকশন দিতে হবে। যেকোনো ধরনের /ওটেট্রাভেট /
অস্বাভাবিক আচরণ পশুর মধ্যে দেখলে উপজেলা পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।